সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট অব ১৮৬০ মোতাবেক

(১৮৬০ সালের ২১ নং আইন)

বাংলাদেশ কৃষক উন্নয়ন সোসাইটি (বিকেইউএস)

(BANGLADESH KRISHAK UNNAYAN SOCIETY (BKUS)

রেজিস্ট্রেশন নং- KHS-436/2016

এর

সংঘ স্মারক

(MEMORANDUM OF ASSOCIATION)

ও

গঠনতন্ত্র

(RULES & REGULATION)

রেজিষ্টার্ড কার্যালয়: গ্রাম: সদুল্যাপুর, ২৪৪ নং বসুন্দিয়া, ডাকঘর-৭৪০৬, কোতয়ালী, যশোর।

সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট অব ১৮৬০ মোতাবেক

বাংলাদেশ কৃষক উন্নয়ন সোসাইটি (বিকেইউএস)

(BANGLADESH KRISHAK UNNAYAN SOCIETY (BKUS)

এর

সংঘ স্মারক

ক) সোসাইটির নামঃ "বাংলাদেশ কৃষক উন্নয়ন সোসাইটি (বিকেইউএস)।

ইংরেজীতে: BANGLADESH KRISHAK UNNAYAN SOCIETY (BKUS)

খ) সোসাইটির রেজিষ্টার্ড কার্যালয়: গ্রাম: সদুল্যাপুর, ২৪৪ নং বসুন্দিয়া, ডাকঘর-৭৪০৬, কোতয়ালী, যশোর। তবে সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে সোসাইটির কার্যালয় পরিবর্তন করা যাবে।

কার্য পরিচালনার জন্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েও অফিস থাকতে পারে।

গ) কর্ম এলাকা: সমগ্র বাংলাদেশ।

ঘ) সোসাইটির প্রকৃতি: ইহা একটি বেসরকারি, অলাভজনক, অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী মানবকল্যাণমুখী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

ঙ) নিম্নের সকল বা যে কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে সরকার/যথাযথ কর্তৃপক্ষ/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণের পর নিম্নের সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হইবে এবং সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০ এর ২০ ধারার বিধানের পরিপন্থী উদ্দেশ্যাবলী অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। "রাষ্ট্রনীতি এবং সামগ্রিক জনস্বার্থে বিবেচনায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং এমন কোন কার্যক্রমের আয়োজন, অংশগ্রহন বা সমর্থন করবেনা যাতে রাষ্ট্রীয় বিধি নিষেধ লঙ্ঘিত এবং সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়"

উদ্দেশ্যাবলী:

১. দেশের কৃষক সমাজের মধ্যে কৃষি শিক্ষা, যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য সবুজ ও জৈব প্রযুক্তিতে সার উৎপাদন, কীটনাশকের সঠিক ব্যবহার এবং উৎপাদিত কৃষি পণ্যের যথাপোযুক্ত ব্যবহার নিশ্চত করন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। কৃষকের অধিকার আদায়ে সর্বদা সচেষ্ট থাকা। সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে মিলে কাজ করা।

২. কৃষক ও পেশাজীবীদের মধ্যে সমবায় করে তাদের সাবলম্বী করার জন্য ব্যবসা বা কৃষিকাজে যুক্ত-করা।

৩. পরিবেশ ও জল জলবায়ু রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সচেতনতামূলক আনুষ্ঠান আয়োজন করা।

৪. কৃষক ও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে হেলথ স্যাম্প বারা।

৫. বৃক্ষরোপন বার্মসূচী, কৃষিমেলা এসব আয়োজন করা।

৬. কৃষি সংক্রান্ত পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রকাশ করা।

৭. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি ডিপ্লোমা কলেজ, ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ।

৮. দরিদ্র মানুষের মধ্যে যে কোন জনহিতকর বা দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা করা। অবহেলিত দারিদ্র পীড়িত মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ।

৯. অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানব গোষ্ঠীকে উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া/গ্রহণ।

১০. জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল অভাবগ্রস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জন্য সকল প্রকার কল্যাণমুখী সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান।

১১. সাধারণ মানুষের (শিক্ষিত/অর্ধশিক্ষিত) মধ্যে পাঠাগার/পাঠকক্ষ প্রতিষ্ঠা করে পাঠ্যভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে সচেতন করা।

১২. দুষ্প্রাপ্য/পুরাতন পান্ডুলিপি/দেশের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া লোকগীতিসহ পুঁথি সংগ্রহ করে

১৩. কারিগরি, তথ্য প্রযুক্তি, সফটওয়্যার সহ বিভিন্ন কর্মমূখী শিক্ষা ও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা।

১৪. বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কারে দেশের হাজার বছরের সংস্কৃতিকে ধরে রাখা।

১৫. প্রদর্শন শালা/জাদুঘর/ভ্রাম্যমান জাদুঘরের মাধ্যমে শিল্পকলা/চিত্রকর্ম প্রদর্শিত করা।

১৬. প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১১. মানুষের মধ্যে/জনসাধারণের ভিতর সাহিত্য বিষয়ক কার্যক্রম প্রচার করা।

১২. প্রত্নতাত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্পর্কে প্রচার বা শিক্ষামূলক গবেষণার কার্যক্রম গ্রহণ।

১৩. যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক নকশা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে উহার উপকারিতা সম্পর্কে প্রচার চালানো।

১৫. এতিম, অনাথ, বেকার, পঙ্গু, সামাজিক প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করা এবং আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তাদের চিকিৎসা, বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

চ) আয়ের উৎস:

১. সদস্য, কর্মী, সমার্থক, শুভানুধ্যায়ীদের চাঁদা ও অনুদান।

২. বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দান ও অনুদান।

৩. ক্লাউড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ।

৪. সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দান, অনুদান বা এককালীন মঞ্জুরী।

৫. দেশী-বিদেশী দাতা সংস্থার অনুদান। কোন বিদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে সাহায্য গ্রহণ করা যাইবে, তবে শর্ত থাকে যে এই ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ফরেন ডোনেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮ এর বিধিমালা অনুসরণ করিবে।

৬. বিভিন্ন প্রকার প্রকাশনা রিপোর্ট ইত্যাদি বিক্রয়।

৭. এই সংস্থার ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা বা অন্যান্য দান, জনসাধারণ, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন ধরণের দান বা অনুদান, প্রকাশিত সংবাদ পত্র বা সাময়িক বিক্রয় লব্ধ অর্থ এই ফাউন্ডেশনের আয় হিসাবে গণ্য হইবে। এই আয় কোন অবস্থাতেই বোনাস লভ্যাংশ হিসাবে এই সংস্থার সদস্যগণের কেহই গ্রহণ করিতে পারিবে না।

ছ) ব্যয়ের খাত:

এই সোসাইটির আয় ও সম্পদসমূহ সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের এবং কার্যক্রম সম্প্রসারণে ব্যয় করা হবে। সোসাইটির আয় ও এবং মুনাফা সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ, বোনাস, বেতন, ভাতা, সম্মানী পকেটমানী বা অন্য কোন আকারে বন্টন করা যাইবে না। তবে নিয়োগকৃত কর্মচারী, কর্মকর্তাদের বেতন ভাতাদি বিধি অনুযায়ী পরিশোধ করতে পারবে।

জ) ফাউন্ডেশনের অবসায়ন:

কোন সময় যদি সোসাইটির অবলুপ্তি (Winding up) করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে সেই উদ্দেশ্য আহুত বিশেষ সাধারণ সভা ফাউন্ডেশনের মোট সদস্য সংখ্যার ৩/৫ (তিন পঞ্চামাংশ) অংশ ভোটে তা সম্পন্ন করা যাইবে। সোসাইটির অবলুপ্তি কালে ইহার দায় দেনা পরিশোধান্তে যদি কোন বিষয় সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তবে তা কোন অবস্থায়ই সদস্যগণের মধ্যে বন্টন করা যাইবে না বরং এই সমিতির উদ্দেশ্যর সমতুল্য উদ্দেশ্য সম্পন্ন অন্য কোন ফাউন্ডেশন বা সংগঠন কে প্রদান বা হস্তান্তর করা হইবে। এ বিষয়ে সোসাইটির সদস্যগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ বা ব্যর্থ হইলে এ বিষয়ে এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অদ্য ০৩/০৫/২০২৫ইং তারিখ, রোজ- শনিবার সংগঠনের সাধারণ সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে নিম্নে বর্ণিত মোতাবেক নির্বাহী কমিটি গঠন করা হলো।

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	জাতীয়তা	পদবী	স্বাক্ষর
০১	নাম: এম. সিরাজুল ইসলাম পিতা: মৃত আজিজুর রহমান মাতা: মৃত সখিনা খাতুন গ্রাম: সদুল্যাপুর, ডাকঘর: ২৪৪ বসুন্দিয়া-৭৪০৬, থানা: কোতয়ালী, জেলা: যশোর।	বাংলাদেশী	চেয়ারম্যান	
০২	নাম: ওমর বিন সোলায়মান পিতা: মেজর মোঃ সোলায়মান (অবঃ) মাতা: মোছাঃ দিলরুবা সোলায়মান গ্রাম: সোনাগাজী চরশাহাপুর ডাকঘর: ভৈরব চৌধুরীহাট-৩৯৩১, থানা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী।	বাংলাদেশী	ভাইস চেয়ারম্যান	
০৩	নাম: মোঃ আনছার আলী মন্ডল পিতা: বেনুরদ্দিন মন্ডল মাতা: সবজান্নেছা গ্রাম: গাড়াল, ডাকঘর: রামকোল-৭৭২১, থানা: পাংশা, জেলা: রাজবাড়ী।	বাংলাদেশী	ভাইস চেয়ারম্যান	
০৪	নাম: মোঃ বদরুল হায়দার বেপারী পিতা: আলতাফ হোসেন বেপারী মাতা: আয়শা বেগম	বাংলাদেশী	ভাইস চেয়ারম্যান	

	গাম: চৌঠাই মহল ডাকঘর: নাজিরপুর, থানা: নাজিরপুর, জেলা: পিরোজপুর।			
০৫	নাম: মোঃ সানোয়ারুল হক পিতা: মোঃ আতাউল হক মাতা: মোছাঃ ছালেকা পারভীন গ্রাম: কুমারঘোপ, ডাকঘর: বড়িয়াহাট-৫৮২৬, থানা: সোনাতলা, জেলা: বগুড়া।	বাংলাদেশী	নির্বাহী পরিচালক	
০৬	নাম: মোঃ নাজমুল হুদা পিতা: মোঃ আব্দল মালেক সরদার মাতা: মোছাঃ রাবেয়া খাতুন গাম: ঘুনী, ডাকঘর: ঘুনী-৭৪০৬, থানা: কোতয়ালী, জেলা: যশোর।	বাংলাদেশী	যুগ্ম-নির্বাহী পরিচালক (উপকরণ)	
০৭	নাম: রহিম উল্লাহ পিতা: আবদুল হক মাতা: ছফুরা খাতুন গ্রাম: মধ ম মাইজপাড়া, ডাকঘর: ঈদগাঁও-৪৭০২, থানা: কক্সবাজার সদর, জেলা: কক্সবাজার।	বাংলাদেশী	যুগ্ম-নির্বাহী পরিচালক (উৎপাদন)	
০৮	নাম: মোঃ আব্দুল কাদির পিতা: গফুর মোল্যা মাতা: মোছাঃ নূরজাহান বেগম গ্রাম: জগন্নাথপুর, ডাকঘর: শেখহাটি বাজার-৭৪০৬,	বাংলাদেশী	পরিচালক (অর্থ)	

	থানা: কোতয়ালী, জেলা: যশোর (ঢাকা)।			
০৯	নাম: মোঃ আব্দুল মমিন পিতা: মৃত ছিফাত মল্লিক মাতা: সেলেনা খাতুন গ্রাম: চিথলিয়া, ডাকঘর: চিথলিয়া-৭০৩০, থানা: মিরপুর, জেলা: কুষ্টিয়া।	বাংলাদেশী	পরিচালক (প্রশাসন)	
১০	নাম: মোহাম্মদ আজিজ উল্লাহ্ পিতা: মোঃ মিজানুর রহমান মাতা: মোছাঃ মমতাজ বেগম গ্রাম: হাজীপুর, ডাকঘর: পার্ক হাজীপুর, থানা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	বাংলাদেশী	পরিচালক (কৃষি প্রযুক্তি)	
১১	নাম: মোঃ মহাসিন শাহ্ পিতা: মৃত জলিল শাহ্ মাতা: মৃত আম্বিয়া খাতুন গ্রাম: দিঘলীগড়, ডাকঘর: নাড়ারবাজার, থানা: মতলব (উত্তর), জেলা: চাঁদপুর।	বাংলাদেশী	পরিচালক (বিপনন)	
১২	নাম: মোহাম্মদ আবু ছাদেক পিতা: কাদির হোসেন মাতা: জুলেখা বেগম গ্রাম: পশ্চিম বালিগাঁও,	বাংলাদেশী	পরিচালক (মৎস সম্পদ)	

	ডাকঘর: ঘোষগাঁও, থানা: ধোবাউড়া, জেলা: ময়মনসিংহ।			
১৩	নাম: মোঃ সাজু মিয়া পিতা: মৃত আজিজার রহমান মাতা: মৃত কমলা বেগম গ্রাম: বড়াইকান্দি, ডাকঘর: উল্যা সোনাতলা, থানা: সাঘাটা, জেলা: গাইবান্ধা।	বাংলাদেশী	পরিচালক (জৈব সার)	
১৪	নাম- মোঃ শরিফুল হাসান পিতা- মোঃ আব্দুল রাজ্জাক মাতা- হামিদা বেগম গ্রাম- মণ্ডলবাড়ী, হনুমানের চর ডাকঘর- ডৌয়াতলা উপজেলা- জামালপুর সদর জেলা- জামালপুর	বাংলাদেশী	পরিচালক (লীগ্যাল এন্ড পারচেজ)	
১৫	নাম- তিন্না খুরশীদ জাহান পিতা- তৈয়বুজ্জামান তালুকদার মাতা- আয়েশা খাতুন হোল্ডিং নং- ৪১/৪ (দ্বিতীয় তলা বাম পাশে) গ্রাম/রাস্তা- সিদ্বেশ্বরী লেন, সিদ্বেশ্বরী ডাকঘর- শান্তিনগর (১২১৭) রমনা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা	বাংলাদেশী	পরিচালক (নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক)	

১৬	নাম- কামিছুল ইসলাম পিতা- আবু বক্কর মাতা- সাহেরা খাতুন গ্রাম- জামালপুর ডাকঘর- বিশই সাওরাইল-৭৭২০ উপজেলা- কালুখালী জেলা- রাজবাড়ী	বাংলাদেশী	পরিচালক (কৃষি প্রশিক্ষণ ও গ্রিন হাউজ)	
১৭	নাম- মোঃ মনোয়ার হোসেন পিতা- আবদুল হাকিম মাতা- আনোয়ারা বেগম ৯/ডি-৭, আজিমপুর সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী আবাসন (জোন-বি), ডাকঘর- নিউ মার্কেট, থানা-লালবাগ, ঢাকা ১২০৫।	বাংলাদেশী	পরিচালক (পশু সম্পদ)	
১৮	নামঃ আবু সাদাত মোঃ সায়েম পিতা- মোহাম্মদ শওকত আলী মাতা- জাহানারা গ্রাম- দরিচন্দবাড়ী ডাকঘর- ভাতকুড়া- ১৯৯৭ উপজেলা- ধনবাড়ী জেলা- টাঙ্গাইল	বাংলাদেশী	পরিচালক (কমিউনিকেশন)	
১৯	নাম- আবদুল্লাহ আহম্মেদ যুবায়ের পিতা- মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মাতা- ফৌজিয়া বেগম	বাংলাদেশী	পরিচালক (তথ্য প্রযুক্তি)	

	বাসা: ২৮-২৯ (৫ম তলা), রোড: ০৭, গ্রাম- রানাভোলা মেইন রোড, উপজেলা- উত্তরা, জেলা- ঢাকা			
২০	নাম- মোঃ ফারিজ খান পিতা- ফরহাদ খান মাতা- বেগম সামসুন নাহার গ্রাম- ইউনুস সরদার সড়ক, পানিছত্র (পার্ট), ডাকঘর- মাদারীপুর সদর- ৭৯০০, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর পৌরসভা, জেলা- মাদারীপুর।	বাংলাদেশী	পরিচালক (রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ)	
২১	নাম- মোঃ শামীম আহমেদ পিতা- মোঃ শাহাদাত উল ইসলাম মাতা- মোসাঃ হালিমা বেগম গ্রাম- গোপালনগর কানসাট, ডাকঘর- কানসাট- ৬৩৪১, উপজেলা- শিবগঞ্জ জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বাংলাদেশী	পরিচালক (পোল্ট্রি সম্পদ)	
২২	নাম- মোঃ সজীব সরদার পিতা- মোঃ আরদশ সরদার মাতা- মোছাঃ মর্জিনা বেগম বাসা- ২০০২,	বাংলাদেশী	পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা)	

	গ্রাম- দক্ষিণ দমদমা, ডাকঘর- সিংড়া-৬৪৫০ সিংড়া পৌরসভা, সিংড়া জেলা- নাটোর			
২৩	নাম- শামীম হোসেন পিতা- আঃ জলিল সেখ মাতা- শান্তী বেগম হোল্ডিং- ৪৫, গ্রাম- পশ্চিম মালিবাগ ডাঃ গলি ডাকঘর- শান্তিনগর টিএসও উপজেলা- রমনা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন জেলা- ঢাকা	বাংলাদেশী	পরিচালক (ভূমি উন্নয়ন)	
২৪	নাম- জামাল হোসেন পিতা- মোঃ আবদুর রব মাতা- রুপিয়া বেগম গ্রাম- একসত্য পাড়া, মানিকছড়ি (অংশ) ডাকঘর- মানিকছড়ি- ৪৪৬০ উপজেলা- মানিকছড়ি জেলা- খাগড়াছড়ি	বাংলাদেশী	পরিচালক (বনজ সম্পদ)	
২৫	নাম- মোঃ রাজিব খাঁন পিতা- মিলন খাঁন মাতা- পারুল বেগম বাসা/হোল্ডিং- ৬১৯	বাংলাদেশী	পরিচালক (পরিবহন)	

	গ্রাম- কাকচিড়া ডাকঘর- কাকচিড়া-৮৭২১ উপজেলা- পাথরঘাটা জেলা- বরগুনা			
২৬	নাম- ড. তাহমিনা আক্তার পিতা- ড. আ স ম তারেক মাতা- দিলারা আক্তার বাসা- এ ৯/১ গ্রাম- বাকৃবি আবাসিক এলাকা ডাকঘর- বাকৃবি ২২০২ উপজেলা- ময়মনসিংহ সদর জেলা- ময়মনসিংহ	বাংলাদেশী	পরিচালক (কৃষি বীমা ও ব্যাংকিং)	
২৭	নাম- আহমেদ রাজিউর রহমান পিতা- জসিম উদ্দিন আহমেদ মাতা- বেগম রোকেয়া বাসা- ৫৬ গ্রাম- পূর্ব ঈদগাহ বসতি, বালুবাড়ি ডাকঘর- দিনাজপুর সদর-৫২০০ উপজেলা- দিনাজপুর সদর জেলা- দিনাজপুর	বাংলাদেশী	পরিচালক (সামাজিক বনায়ন)	
২৮	নাম- মোঃ জুনাইদ কানন পিতা- এস এ এম এ কাদির মাতা- মোছাঃ জিউন্নাহারা বাসা- ৪২ গ্রাম/ রাস্তা- ০২, উত্তর মুন্সিপাড়া,	বাংলাদেশী	নির্বাহী সদস্য	

	ডাকঘর- রংপুর সদর-৫৪০০ উপজেলা- রংপুর সদর জেলা- রংপুর			

সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এক্ট- ১৮৬০

(১৮৬০সালের ২১ নং আইন)

বাংলাদেশ কৃষক উন্নয়ন সোসাইটি (বিকেইউএস))

BANGLADESH KRISHAK UNNAYAN SOCIETY (BKUS)

এর

গঠনতন্ত্র

(Rules and Regulations)

১. অত্র গঠনতন্ত্রের উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে পরস্পর বিরোধী বা অসামঞ্জস্য কিছু না থাকিলে

(ক) সোসাইটি বলিতেঃ বাংলাদেশ কৃষক উন্নয়ন সোসাইটি (বিকেইউএস) "কে বুঝাইবে।

(খ) আইন বলিতে ১৮৬০ সনের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট বুঝাইবে।

(গ) নিবন্ধিত দপ্তর বলিতে সোসাইটির রেজিষ্টার্ড অফিস বুঝাইবে।

(ঘ) সদস্য বলিতে সোসাইটি তালিকাভুক্ত সদস্যগণকে বুঝাইবে। আজীবন সদস্য ও উহার অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।

(ঙ) সাধারণ সভা বলিতে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সভা বুঝাইবে।

(চ) কার্যনির্বাহী পর্ষদ বলিতে সোসাইটির কার্য্য নির্বাহী পরিষদ সদস্য মন্ডলীকে বুঝাইবে।

(ছ) একবচন শব্দের সহিত বহুবচন অথবা বিপরীতও বুঝাইবে।

(জ) পুংলিঙ্গ শব্দের সহিত স্ত্রীলিঙ্গ অথবা বিপরীতও বুঝাইবে।

(ঝ) ব্যক্তি শব্দের সহিত সোসাইটির অথবা উহার বিপরীতও বুঝাইবে।

(ঝ) ১৮৬০ সনের সোসাইটির রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট বর্ণিত বিধান সমূহ যাহা একটি সোসাইটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে তাহা এই ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২. শ্রেণী বিন্যাস: ইহা একটি বেসরকারি, অলাভজনক, অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী মানবকল্যাণমুখী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

৩. সোসাইটির সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী:

সদস্যের নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকিতে হইবে-

ক) সদস্য প্রার্থীকে অবশ্যই সৎ ও চরিত্রবান পুরুষ বা মহিলা হইতে হইবে।

খ) সোসাইটির কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার কাজ করিতে বাধ্য থাকিতে হইবে। সোসাইটির যাবতীয় আইনকানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিতে হইবে।

গ) ফৌজদারি মামলার আসামীরা সংগঠনের সদস্য হতে পারবেনা।

৪. সদস্যদের প্রকারভেদ ও অধিকার:

এই সোসাইটির নিম্নবর্ণিত তিন প্রকার সদস্য থাকিবে।

ক) সাধারণ সদস্য।

খ) আজীবন সদস্য।

গ) দাতা সদস্য।

সাধারণ সদস্যঃ

১. সোসাইটির সাধারণ বৈধ সদস্য লইয়াই ইহার সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে।

২. উক্ত পরিষদ সোসাইটির সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

৩. সোসাইটির সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করিবেন।

৪. সোসাইটির সাধারণ সভায় উক্ত পরিষদ সোসাইটির বাজেট অনুমোদন, কর্মসূচী ও কার্যাবলী পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করিবেন এবং চূড়ান্ত অনুমোদন করিবেন।

৫. উক্ত পরিষদ সোসাইটির সাধারণ সভায় সোসাইটির সংবিধানের ধারা উপ ধারা পরিবর্তন সংযোজন এর অনুমোদন করিবেন।

৬. সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকল্প, গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব নির্ধারণ করা।

আজীবন সদস্য:

যে কোন সৎ চরিত্রবান পুরুষ/ মহিলা এককালীন ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা বা সমপরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিলে তাহাকে ফাউন্ডেশনটির আজীবন সদস্য পদ দেওয়া হইবে। উক্ত সদস্যের পদ লাভ সাধারণ ও কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপক্ষে। উক্ত সদস্যের ভোটাধিকার থাকিবে এবং ফাউন্ডেশনটির কল্যাণার্থে যে কোন সৎ পরামর্শ ও কাজ করিতে পারিবেন।

দাতা সদস্যঃ

সৎ চরিত্রবান পুরুষ/ মহিলা এককালীন ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা বা সমপরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিলে তাহাকে দাতা সদস্য পদ দেওয়া হইবে। তবে উক্ত ব্যাপারে সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে। উক্ত সদস্যের পদ লাভের তারিখ হইতে পদের মেয়াদকাল ৫ বৎসর বহাল থাকিবে। উক্ত সদস্যের ভোটাধিকার থাকিবে এবং ফাউন্ডেশনটির কল্যাণার্থে যে কোন পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন।

৫. সদস্য হওয়ার যোগ্যতা:

ক) ১৮ বছরের অধিক যে কোন মহিলা বা পুরুষ সংস্থার নিয়ম কানুন মেনে সংস্থার সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক এর বরাবর সদস্যপদ লাভের আবেদন করতে পারবে।

খ) সকল সদ্য প্রার্থীর শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা থাকতে হবে।

গ) আবেদন পত্রের চাহিদা মোতাবেক ছবি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

ঘ) ভর্তি ফি বাবদ ৫০/= টাকা এবং মাসিক চাঁদা বাবদ ২০/= টাকা আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে।

ঙ) সদস্য প্রার্থীকে সংস্থার উদ্দেশ্য, নীতিমালা এবং বিধিবিধানের প্রতি একাত্রতা ঘোষণা করতে হবে এবং অনুগত হতে হবে।

চ) সদস্য প্রার্থীর আবেদন পত্র কার্যনির্বাহী কমিটির নুন্যতম দুই সদস্য দ্বারা সুপারিশকৃত হতে হবে।

ছ) কার্য নির্বাহী কমিটির দুইজন সদস্য দ্বারা সুপারিশকৃত সদস্য ফরম পরবর্তী কার্য নির্বাহী সভায় উপস্থাপন করা হবে। উক্ত সদস্য ফরম কার্য নির্বাহী সভায় অনুমোদন হলে সদস্য পদ প্রদান করা হবে।

৬. সদস্য পদ বাতিল / সাময়িক বাতিল / পদত্যাগঃ.

নিম্নবর্ণিত কারণে সদস্য পদ পূর্ণ বাতিল / সাময়িক বাতিল করা হইবে।

(ক) সদস্যপদ লাভের তিন মাস একাধারে মাসিক চাঁদা প্রদান না করিলে।

(খ) কোন প্রকার যুক্তি ছাড়া পর পর ৩টি সাধারণ সভায় বা কার্যকরী পরিষদের সভায় অনুপস্থিত থাকিলে।

(গ) ফাউন্ডেশনটির স্বার্থ পরিপন্থী কোন কাজ করিলে।

(ঙ) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে।

(ঘ) মৃত্যু হইলে বা মস্তিষ্ক বিকৃতি অথবা আর্থিক অসংগতি দেখা দিলে বা আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হইলে।

ঙ) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।

৭। সদস্যপদ পুনঃ বহাল।

(ক) সংবিধান এর ধারা নং-৫ এর ক, খ এবং ঙ এর উল্লেখিত কারণে যে সকল সদস্যদের পদ বাতিল হইবে তাহার উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহাকে পুনঃরায় সদস্য পদ দেওয়া হইবে। তবে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করিতে হইবে।

(খ) সংবিধানের ধারা নং-৫ এর গ এবং ঘ এ বর্ণিত কারণে কোন সদস্যের পদ বাতিল হইলে তাহাকে কোন অবস্থাতেই পুনঃ সদস্য দেওয়া যাইবে না

৮) সভার বিজ্ঞপ্তি, সময় ও সভার কোরাম:

১) সাধারণ সভা প্রতি বৎসর কমপক্ষে ১ (এক) বার অনুষ্ঠিত হবে।

২) কার্য্য নির্বাহী সভা প্রতি মাসে কমপক্ষে ১ বার অনুষ্ঠিত হবে।

৩) বিশেষ সাধারণ ও অনান্য সভা সোসাইটির প্রয়োজন মোতাবেক অনুষ্ঠিত হবে।

৪) সাধারণ সভা, নির্বাহী সভা, বিশেষ সাধারণ সভা ও অন্যান্য সভার নোটিশ হবে যথাক্রমে ১৪ দিন, ৭ দিন, ২১ দিন।

৫) উপরোক্ত সভার কোরাম হবে দুই তৃতীয়াংশ, দুই তৃতীয়াংশ ও তিন পঞ্চামাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে।

৯. ফাউন্ডেশনটির সাংগঠনিক কাঠামোঃ

এই ফাউন্ডেশনটির ৩টি পরিষদ থাকিবে:

(ক) সাধারণ পরিষদ

(খ) কার্যকরী পরিষদ

(গ) উপদেষ্টা পরিষদ

সাধারণ পরিষদ:

সোসাইটির সকল সাধারণ সদস্যকে নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে। এ পরিষদের বৈঠক প্রতি বৎসর কমপক্ষে ১ (এক) বার অনুষ্ঠিত হইবে। এই পরিসদের বৈঠকে নির্বাচন পদ্ধতি, অডিট নিরীক্ষা, সাধারণ সম্পাদক/ নির্বাহী পরিচালক এর প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অডিট ফার্ম নিয়োগসহ নতুন সদস্য নিয়োগ ও সদস্য পদ প্রত্যাহার, শাখা অফিস স্থাপন, রেজিঃ অফিস স্থানান্তর ইত্যাদি বিষয় অনুমোদিত হবে।

(গ) কার্যকরী পরিষদ:

সাধারণ পরিষদের সদস্য দ্বারা নির্বাচিত ২৭ (সাত) জন সদস্য বিশিষ্ট এই সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ গঠন হইবে। কার্যকরী পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের কার্যকাল হইবে ৫ বৎসর। নিম্নে বর্ণিত পদের সমন্বয়ে সোসাইটির পরিষদ গঠিত হইবে।

১. চেয়ারম্যান	১ জন
২. ভাইস-চেয়ারম্যান	৩ জন
৩. নির্বাহী পরিচালক	১ জন
৪. যুগ্ম- নির্বাহী পরিচালক	২ জন
৫. পরিচালক	২০ জন
৬. নির্বাহী সদস্য	৫ জন
মোট:	**২৭ জন।**

জেলা কমিটিঃ

১) জেলা কমিটি হবে উক্ত জেলার উপজেলার সংখ্যার থেকে একজন বেশি সদস্য নিয়ে।

২) সভাপতি ১ জন

সহ-সভাপতি ১ জন

সাধারণ সম্পাদক ১ জন

অর্থ সম্পাদক ১ জন

এই চারটি পদ অবশ্যই থাকতে হবে।

বাকি পদগুলো কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী দেয়া হবে। একই ধারায় **উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক গঠন করা হবে।**

১০. কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

১. উক্ত পরিষদ সাধারণ, আজীবন ও দাতা সদস্য দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২. উক্ত বিষয় সোসাইটির উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং সঠিক বাস্তবায়ন করিবে।

৩. উক্ত পরিষদ ফাউন্ডেশনের এবং এলাকার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক দাতা কমিটির সাহায্যে যোগাযোগ করিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা প্রদান করিবে।

৪. পরিষদ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক সোসাইটির' প্রধান কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। পরিষদের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে কর্মচারী নিয়োগ বোর্ড কমিটির চেয়ারম্যান হইবে। বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে নিয়োগপত্র প্রদান করিবেন। সোসাইটির যে কোন সদস্যকে উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে বরখাস্ত/ সাময়িক বরখাস্ত এবং পুনঃ নিয়োগ করিতে পারিবেন। তবে কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগের পর্বে অবশ্যই রেজিঃ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হইবে।

৫. কার্যকরী পরিষদ সোসাইটির কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফাউন্ডেশনটির কার্যক্রম এলাকার যে কোন স্থানে প্রকল্প কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবেন।

৬. কার্যকরী পরিষদের সআয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি নিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান প্রকাশ করিবে।

৭. কার্যকরী পরিষদ সকল খরচ ও কাজের প্রাথমিক অনুমোদন প্রদান করিবেন।

১১. ফাউন্ডেশনটির কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের পদ ভিত্তিক দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(ক) চেয়ারম্যান:

১. তিনি সোসাইটির প্রধান হিসাবে গণ্য হইবেন। সোসাইটির উন্নতিকল্পে সর্বপ্রকার সুপরামর্শ দিবেন।

২. প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাদি, নিয়ম-শৃঙ্খলা, আর্থিক উন্নয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩. তিনি বার্ষিক সাধারণসভা, কার্য নির্বাহী সদস্যদের সভা, বিশেষ সাধারণ সভা ও জরুরী সাধারণ সভার সভাপতিত্ব করবেন।

৪. কোন বিষয়ে ভোট প্রদান বা সমান সংখ্যক ভোট হইলে তিনি অতিরিক্ত ১টি ভোট প্রদান করিয়া বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। ফাউন্ডেশনটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তিনি যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। তিনি সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(খ) ভাইস-চেয়ারম্যান:

চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে তিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন। তিনি সভায় সহযোগিতা ও সার্বিক পরামর্শ দিবেন।

(গ) নির্বাহী পরিচালক:

সোসাইটির যাবতীয় কাজকর্ম তাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে। চেয়ারম্যান- এর সহিত পরামর্শ করিয়া সকল প্রকার সভা আহবান করিবেন। সোসাইটির যাবতীয় কাগজপত্রাদি বহিরাগত সকল সরকারি ও বেসরকারি সোসাইটির সহিত যোগাযোগ সম্পন্ন করিবেন। সোসাইটির সমস্ত কাজ কর্মের জন্য তিনি সর্বক্ষণ তৎপর থাকিবেন। সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় সংগঠনের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করিবেন। সংগঠনের জরুরী কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিবেন।

(ঘ) পরিচালক অর্থঃ

তিনি সোসাইটির বাৎসরিক বাজেট তৈরি এবং উপস্থাপন করবেন। সোসাইটির যাবতীয় টাকা-পয়সার লেনদেন কার্যাকরী কমিটির পরামর্শক্রমে তিনি সম্পন্ন করিবেন।

(ঙ) পরিচালক প্রশাসন:

সোসাইটির যাবতীয় দপ্তর সম্পর্কত কাজকর্ম চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক এর পরামর্শক্রমে তিনি পালন করবেন।

(চ) নির্বাহী সদস্যবৃন্দ:

নির্বাহী কমিটির নির্দেশ মোতাবেক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

উপদেষ্টা পরিষদ:

এককালীন ভর্তি ফি ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা এবং মাসিক চাঁদা ২০০.০০ (দুইশত) টাকা নিয়ে নির্ধারিত ভর্তি ফরমে আবেদন করিতে হইবে। মাসিক চাঁদার বিষয়টি সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত

অনুযায়ী বাড়ানো /কমানো যাইবে। সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সভায় বিবেচনাক্রমে অনুমোদন লাভ করিলে সদস্য পদ করিতে পারিবে। সদস্যদের ভোটাধিকার থাকিবে এবং যোগ্যতানুসারে কার্যকরী পরিষদের সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে। উক্ত সোসাইটির কল্যাণার্থে যে কোন প্রকার পরামর্শ প্রদান।

১২. আয় ও ব্যয়ঃ

আয়ের খাত:

১. সদস্য ভর্তি

২. বিশেষ চাঁদা

৩. সরকারি অনুদান ও বেসরকারি দাতা সমিতির অনুদান সদস্য দ্বারা

৪. বৈদেশিক সাহায্য

৫. বিবিধ খাত।

ব্যয়ের খাত: নিম্নলিখিত কাজের জন্য সোসাইটির অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন।

১. ফাউন্ডেশনটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য।

২. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদান পূর্বক।

৩. সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে।

৪. বিভিন্ন আনুসঙ্গিক কাজে।

সোসাইটির আয় এবং মুনাফা সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ, বোনাস, বেতন, ভাতা, সম্মানী, পকেটমানী বা অন্য কোন আকারে বন্টন করা যাইবে না।

১৩. ব্যাংক হিসাব পরিচালনা:

(ক) সোসাইটির আর্থিক হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক এবং পরিচালক অর্থ এই তিন জনের মধ্যে যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে বাংলাদেশের যে কোন সরকারি অথবা

বেসরকারি ব্যাংক বা অর্থলগ্নী সোসাইটির নামে ব্যাংকের প্রচলিত আইনের যে কোন ধরণের হিসাব (চলতি, সঞ্চয়ী ও অন্যান্য হিসাব) খোলা যাবে এবং টাকা জমা দেওয়া ও-উত্তোলন করা যাবে।

(খ) ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটি বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনার জন্য ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের ব্যাংক হিসাব পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন।

(গ) সোসাইটির নামে গৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে নগদ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা দিতে হবে।

ঘ) সোসাইটির দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাহী পরিচালক অথবা তাহার মনোনীত ব্যক্তি হিসাব রক্ষক, অফিস সহকারী, অফিস সেক্রেটারীর নিকট ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত নগদ রাখিতে পারিবেন। দেশের দূর্যোগ ও জরুরী পরিস্থিতিতে টাকার পরিমাণ কম বা বেশী হতে পারবে।

(৫) সোসাইটির স্বার্থে সদস্য বিভিন্ন ইউনিট অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা কেন্দ্রীয় অফিস সহ সোসাইটির প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তিকে হিসাব পরিচালনায় মনোনীত করতে পারবেন।

১৪. হিসাব নিরীক্ষা:

দেশের প্রতিষ্ঠিত হিসাব নিরক্ষন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বৎসর শেষে সোসাইটির সমস্ত প্রকল্প সমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরিক্ষন করানো হবে এবং উহা অনুমোদনের জন্য বাৎসরিক সাধারণ পরিষদ সভায় পেশ করা হবে। তবে একই ফার্ম থেকে পর পর ৩ বছরের বেশী সময়কাল পর্যন্ত নিরীক্ষা করানো যাবে না।

১৫. আঞ্চলিক শাখা স্থাপন:

অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রসারণকল্পে প্রয়োজনে এক বা একাধিক আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা যাবে। শাখা/আঞ্চলিক/ইউনিট/এরিয়া/বিভাগীয়/ঢাকা অফিসগুলি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হবে।

১৬. কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি ও নিয়োগ বিধি:

প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের জন্য নির্বাহী পরিষদ ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন বোর্ডে তৈরী করবেন। নির্বাচন বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী পরিচালক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করবেন।

নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সোসাইটির কার্যক্রম সুসংহত ও সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হবার জন্য কর্মচারীদের বেতন কমানো এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাবাদি সহ চাকুরীবিধি প্রণয়ন করা হবে।

ক) সংগঠনের প্রয়োজনে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা যাবে।

খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের সময় তাদের বেতন, পদবী ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিয়ে কার্যকরী কমিটিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

গ) কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের জন্য একটি তিন সদস্য বিশিষ্ট নিয়োগ কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটিতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সমাজ সেবা কর্মকর্তা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সম্পৃক্ত থাকবেন।

ঘ) নিয়োগের জন্য অবশ্যই নিয়োগ কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ঙ) নিয়োগ কমিটির অনুমোদনের পর চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত এই নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে।

১৭) সোসাইটির কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন পদ্ধতি:

কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে।

(ক) প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর সাধারণ পরিষদে গোপন ভোটে অথবা প্রকাশ্য প্রস্তাব সমর্থনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিরপেক্ষ লোক (কমপক্ষে তিন জন) দ্বারা গঠিত নির্বাচন পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা করবে। সাধারণ পরিষদের কম পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি কোন নির্মঝিম কমিশনের্যা বিষয়ে আপত্তি করে তবে কার্যনির্বাহী পরিষদ একই ভাবে পুনরায় নির্বাচন কমিশনের সদস্য

(গ) নির্বাচন অনষ্ঠানের তিন মাস পর্বে বৈধ সদস্যদের নাম লিপিবদ্ধ করে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে। যার কপি **বাংলাদেশ কৃষক উন্নয়ন সোসাইটি (বিকেইউএস)** এর অফিস নোটিশ বোর্ডে ঝুলানো হবে। এতে কারও নাম বাদ পড়লে উপযুক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করে নির্বাচন কমিশনকে সংশোধনের অনুরোধ জানাতে হবে। খসড়া ভোটার তালিকায় আপত্তি নিস্পত্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর এবং সাধারণ পরিষদের সভার অন্ততঃ ১৫ (পনের) দিন পূর্বে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

(ঘ) ভোটার তালিকা ভুক্ত একজন প্রস্তাবক এবং একজন সমর্থনকারী দ্বারা নির্বাচনে প্রার্থী সদেস্যের মনোনয়ন করতে হবে। মনোনয়ন পত্রে প্রার্থীর সম্মতি পত্র, নির্ভুল নাম ও ভোটার নম্বর থাকতে হবে। অনুরূপ ভাবে প্রস্তাবক এবং সমর্থনকারীর নাম ও ভোটার নম্বর থাকতে হবে।

(ঙ) নির্বাচনের ফলাফলের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট পেলে নির্বাচন কমিশন শুধু মাত্র সমান সংখ্যক ভোট প্রাপ্তদের জন্য পুনরায় ভোট গ্রহণ করে একজন নির্বাচিত করবে। এ ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হলে কমিশনের উপরে অর্পিত ক্ষমতা বলে ঐ সমান সংখ্যক ভোট প্রাপ্তদের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে নির্বাচিত ঘোষণা করতে পারবে।

(চ) কোন কারণে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করা গেলে চলমান কার্যকরী পরিষদই পরবর্তী পরিষদ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত অন্তবর্তী পরিষদ হিসাবে কাজ পরিচালনা করবে।

(ছ) পূর্ববর্তী নির্বাচনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরের দিনেই পুরাতন পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

(জ) নির্বাচন পরিচালনার নিয়মাবলী যথাঃ মনোনয়ন পত্র বাছাই এবং মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের তারিখ এবং ভোট গ্রহণের পদ্ধতি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিরুপিত হবে এবং যথাসময়ে কমিশন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

(ঝ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর দ্রুত নির্বাচিত কমিটি অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ-এর বরাবর জমা দেওয়া হবে। জমা দানের তিন মাসের মধ্যে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ লিখিত কোন আপত্তি জ্ঞাপন না করলে কমিটি অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। একই ভাবে নির্বাচিত কমিটি নোটারী পাবলিক সিল মোহরসহ অনুমোদন করে দিলেও তা অনুমোদিত কমিটি বলে সর্বস্থানে গণ্য হবে।

১৮. সোসাইটির গঠনতন্ত্রের সংশোধনীঃ

সোসাইটির সংবিধানের যে কোন বিষয়ের উপর সংশোধন আনয়নের জন্য সংশোধিত অনুচ্ছেদ বা ধারার প্রস্তাবলী প্রথম সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সভায় পেশ করিতে হইবে এবং যথানিয়মে সাধারণ পরিষদের সভায় ৩/৫ অংশ সদস্যদের অনুমোদন গ্রহণের পর উহা ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে। অনুমোদন কর্তৃক সংবিধান এর সংশোধনী অনুমোদন লাভ করিলে উহা কার্যকরী বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯. অবসায়ন:

১৮৬০ সালের সোসাইটির নিবন্ধীকরণ আইন অনুযায়ী সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে অত্র ফাউন্ডেশনটির বিলুপ্তি ঘোষনা করা যাইবে এবং বিলুপ্তি সোসাইটির বিষয় সম্পত্তি ও নগদ অর্থ সোসাইটির নিবন্ধীকরণ আইনের ১৪ নং ধারা মোতাবেক এই সোসাইটির অনুরুপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন সমাজকল্যাণমূলক কোন সোসাইটির বা সংগঠনে হস্তান্তর করিতে হইবে। এই অর্থ সম্পদ কোন অবস্থাতেই সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা যাইবে না।